যায়যায়দিন
2 5 FEB 2008

পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির চিত্র

শিক্ষার্থীর তুলনায় স্টাফের সংখ্যা দ্বিগুণ

প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সের সুপারিশ

আশরাফুল হক রাজীব

শিক্ষার্থীর তুলনায় কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। প্রতি একজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে গড়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী দুজন। এ চিত্র বঙ্গবন্ধু মেডিকাল ইউনিভার্সিটির। অন্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় সেখানে শিক্ষকও বেশি। দুজন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক। এই হলো দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর সরেজমিন চিত্র। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের (ইউজিসি) রিপোর্টে এসব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতি বছর ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের (ইউজিসি) রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর অসহযোগিতার কারণে ২০০৬ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। রিপোর্টে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ইউজিসি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সের সুপারিশটি অন্যতম।

ইউজিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইউনিভার্সিটির জন্য মঞ্জুর করা টাকার বেশির ভাগই ব্যয় হয় বেতন-ভাতা খাতে। মোট ব্যয়ের ৬৯ পারসেন্ট ব্যয় হয় বেতন ভাতায়। কোনো নীতিমালা অনুসরণ না করার ফলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, ইজিসির মতামত উপেক্ষা করে ইউনিভার্সিটিগুলো অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে থাকে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃ: ১৫ ক: ৪

শিক্ষার্থীর তুলনায় স্টাফের সংখ্যা দ্বিগুণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনেক ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের তুলনায় কর্মকর্তা-কর্মচারী বেশি। নজির হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকাল ইউনিভার্সিটি, মওলানা ভাসানী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে আটজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক রয়েছেন। সেখানে দুজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন। একই ভাবে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ১৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক এবং সাতজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে ছয় শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক এবং দুজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন কর্মকর্তা রয়েছেন। মওলানা ভাসানী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি ইউনিভার্সিটিতে ১১ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক এবং দুজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

রিপোর্টের সুপারিশের একটি অংশে ইউনিভার্সিটির প্রথম স্তরে প্রস্তুতিকরণ কোর্সের (প্রি-অ্যাডমিশন) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করবে। ইউজিসির কাছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দাবি করেছে, উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো মেধাবী শিক্ষার্থীর অভাব। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মান উন্নত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকার কারণে পর্যাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষার্থীও তৈরি হচ্ছে না বলে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো ইউজিসিকে জানিয়েছে।